প্রথম আলো

তারিখ 6 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রক্টরের অপসারণসহ ছয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অপসারণ, অবিলম্বে বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবিতে আজ শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে স্মারকলিপি দেবে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

তাদের দাবিগুলো হলো: আন্দোলনকারীদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার, ছাত্রফ্রন্টের নয় নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশ, ১১ জনের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী। বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারী প্রক্টরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো স্বপদে রেখেছে। প্রকাশ্য হামলার ছবি ও ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং বহিষ্কার করা হয়েছে আন্দোলনকারীদের।

সংবাদ সম্মেলনে আজ কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর ও প্রতিটি জেলার ডিসির মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যের মাধ্যমে আচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি ৮ নভেম্বর ময়মনসিংহ শহরে শিক্ষাবিদ-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিকর্মী-নাগরিকদের উপস্থিতিতে সংহতি সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। তার পরও দাবি আদায় না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব ইরান, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম শুভ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ অক্টোবর বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে ছাত্রলীগ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নিজে ঘুষি মারেন এক আন্দোলনকারীকে। এ ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হন। কিন্তু আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রফ্রন্টের সভাপতিসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় নয়জনকে। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এ বহিষ্কারাদেশ স্থগিত রাখা হয়।